''রুহানী রয়্যালটি সম্পন্ন আত্মাদের লক্ষণ''

আজ বাপদাদা চারিদিকের আপন রুহানী ফ্যামিলিকে দেখছেন। সারা কল্পে সবচাইতে রয়্যাল তোমরা আত্মারাই। সাধারণতঃ, সীমিত দুনিয়ার রাজ্য-অধিকারী রয়্যাল ফ্যামিলির অনেক গায়ন হয়ে থাকে। কিন্তু রুহানী রয়্যাল ফ্যামিলি হিসেবে শুধু তোমাদেরই গায়ন হয়। রয়্যাল ফ্যামিলির তোমরা সব আত্মার আদিকালেও এবং অনাদি কালেও এবং বর্তমান সঙ্গমযুগেও রুহানী রয়্যালটি থাকে। অনাদিকাল সুইট হোমেও তোমরা সব বিশেষ আত্মার আত্মিকতার তেজোময় প্রকাশ সব আত্মার থেকে শ্রেষ্ঠ। আত্মারা সকলেই আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিস্বরূপ, তারপরেও তোমাদের রুহানী রয়্যালটির তেজস্বী প্রভা অনুপম, অলৌকিক। যেমন, সাকার দুনিয়ায় আকাশের মাঝে সকল নক্ষত্রকে দ্যুতিময় রূপে দেখা যায়, কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ দ্যুতিমান নক্ষত্র আপনা থেকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করে, লাইট হওয়া সত্ত্বেও তাদের লাইট অধিক আলোকোজ্জ্বল প্রতীয়মান হয়। ঠিক সে'রকমই, অনাদিকাল পরমধামেও তোমরা সব রুহানী নক্ষত্রের প্রভা অর্থাৎ রুহানী রয়্যালটির দ্যুতি বিশেষভাবে অনুভূত হয়। একইভাবে, আদিকাল সত্যযুগে অর্থাৎ স্বর্গে তোমরা আত্মারা বিশ্ব-রাজের রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী হও। প্রত্যেক রাজার রয়্যাল ফ্যামিলি থাকে।

কিন্তু তোমরা-আত্মাদের রয়্যাল ফ্যামিলির রয়্যালটি এবং দেব-আত্মাদের রয়্যালটি সারা কল্পে আর কোনো রয়্যাল ফ্যামিলির হতে পারে না। এত শ্রেষ্ঠ রয়্যালটি চৈতন্য স্বরূপে প্রাপ্ত করেছ যাতে তোমাদের জড় চিত্রেরও এখনো কত রয়্যালটির সাথে পূজা হয়। সারা কল্পের ভিতরে বিধিপূর্বক আর কোনও ধর্ম-পিতা, ধর্ম-আত্মা কিংবা মহান আত্মার রয়্যালটির পূজা এভাবে হয় না। সুতরাং ভাবো, যখন জড় চিত্রেও রয়্যালটির পূজা হয় তাহলে কতটা রয়্যাল ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত হও তোমরা! তো এতটা রয়্যাল হয়েছ? নাকি এখনো হচ্ছ? এখন সঙ্গমেও তোমরা রুহানী রয়্যালটি অর্থাৎ ফরিস্তা স্বরূপ হও, রুহানী বাবার রুহানী রয়্যাল ফ্যামিলি হও। সুতরাং অনাদিকাল, আদি কাল আর সঙ্গমযুগী কাল — তিন কালে তোমরা নম্বর ওয়ান রয়্যাল হও। এই নেশা থাকে কি যে, তিন কালের মধ্যে আমরা রুহানী রয়্যালটির আত্মা?

এই রুহানী রয়্যালটির ফাউন্ডেশন কী? সম্পূর্ণ পিওরিটি। সম্পূর্ণ পিওরিটিই হলো রয়্যালটি। সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে রুহানী রয়্যালটির ঝলকানি তোমাদের রূপ থেকে সকলের অনুভব হয়? রুহানী রয়্যালটির গৌরব প্রত্যেক চরিত্র থেকে অনুভূত হয়? লৌকিক দুনিয়াতেও এটা না জানলেও তাদের চেহারা দ্বারা, আচরণ দ্বারা অল্পকালের রয়্যালটি অনুভব হয়। সুতরাং রুহানী রয়্যালটি গুপ্ত থাকতে পারে না, সেটাও দৃশ্যমান হয়। অতএব, তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে নলেজের দর্পণে দেখ, আমার মুখে, আচরণে রয়্যালটি দৃশ্যগোচর হয় নাকি সাধারণ মুখ, সাধারণ আচরণ দৃশ্যমান হয়? যেমন, প্রকৃত হীরা নিজের দ্যুতির কারণে কোথাও লুকাতে পারে না, ঠিক তেমনই যাদের রুহানী দ্যুতি থাকে, যারা রুহানী রয়্যালটির তারা লুকিয়ে থাকতে পারে না।

কিছু কিছু বাচ্চা নিজেদের খুশি করার জন্য ভাবে আর বলেও যে, "আমরা গুপ্ত আত্মা, সেইজন্য আমাদের কেউ চেনে না। সময় হলে আপনা থেকেই তারা পরিচিত হয়ে যাবে।" গুপ্ত পুরুষার্থ খুব ভালো বিষয়। কিন্তু গুপ্ত পুরুষার্থীর দীপ্তি আর গৌরব এবং রুহানী রয়্যালটির তেজস্বী প্রভা অবশ্যই অন্যদের অনুভব করাবে। সুতরাং নিজে, নিজেকে যতই কেন না গুপ্ত রাখুক কিন্তু তাদের বোল, তাদের সম্বন্ধ-সম্পর্ক, রুহানী ব্যবহারের প্রভাব তাদেরকে প্রত্যক্ষ করায়। যাকে সাধারণ কথায় দুনিয়ার লোকে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ বলে। তো নিজে, নিজেকে প্রত্যক্ষ করায় না, গুপ্ত রাখে — এটা নিরহঙ্কারিতার বিশেষত্ব। কিন্তু অন্যেরা তাদের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে অবশ্য অনুভব করবে। অন্যেরা যেন বলে, ইনি গুপ্ত পুরুষার্থী। যদি তুমি নিজেকে বলো যে, আমি গুপ্ত পুরুষার্থী তাহলে কী এটা গুপ্ত রাখা হলো নাকি নিজেকে প্রত্যক্ষ করানো হলো? করছ গুপ্ত, কিন্তু বলছ যে আমি গুপ্ত পুরুষার্থী! এটা গুপ্ত হলো? পত্রে অনেকে লেখে গুপ্ত-পুরুষার্থী-আমাদেরকে নিমিত্ত হওয়া দাদীরা জানেন না। আবার এটাও লেখে, দেখে নেবেন ভবিষ্যতে আমরা কী করি, কী হয়, তাহলে কি এটা গুপ্ত থাকলো নাকি প্রত্যক্ষ করালে? গুপ্ত পুরুষার্থী নিজেকে গুপ্ত যদি রাখে, সেটা খুব ভালো। কিন্তু বর্ণন ক'রো না, অন্যরা যেন তোমাদের সম্বন্ধে বলে। যে নিজেকেই নিজে বলে তাকে কী বলা হয়ে থাকে? (সবজান্তা/মিয়াঁ মিটঠু) তাহলে মিয়াঁ মিটঠু হওয়া খুব সহজ, তাই না!

তো কী শুনলে? রুহানী রয়্যালটি। রয়্যাল আত্মারা এক তো সদাই পূর্ণ-সম্পন্ন থাকে এবং সম্পন্নতার লক্ষণ তারা সদা তৃপ্ত আত্মা থাকে। তৃপ্ত আত্মা সব পরিস্থিতিতে, সব আত্মার সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে, সবকিছু জেনে সন্তুষ্ট থাকে। অন্যেরা তাদেরকে অসন্তুষ্ট করার পরিস্থিতি যতই না কেন তাদের সামনে নিয়ে আসুক, সেই তারা, যারা অসন্তুষ্টির কারণ হয় তাদেরকেও সম্পন্ন, তৃপ্ত আত্মা সহযোগ রূপে সন্তুষ্টতার গুণ দেবে। এমন আত্মাদের জন্য দয়ালু হয়ে শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা দ্বারা তাদেরও পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা করবে। রুহানী রয়্যাল আত্মাদের এটাই শ্রেষ্ঠ কর্ম। যেমন, জাগতিক রয়্যাল আত্মারা কখনও ছোট ছোট বিষয়ে, ছোট ছোট জিনিসে নিজেদের বুদ্ধি বা সময় দেয় না, দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। সে'রকম রুহানী রয়্যাল আত্মা কোনও আত্মার ছোট ছোট বিষয়ে, যা রয়্যাল নয় তার মধ্যে নিজের বুদ্ধি বা সময় দেবে না। দুনিয়ার লোকে বলে, রয়্যালটি অর্থাৎ কোনরকম গুরুত্বহীন বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। রুহানী রয়্যাল আত্মাদের মুখ থেকে কখনো ব্যর্থ বা সাধারণ বোল বের হবে না, প্রতিটা বোল যুক্তিযুক্ত হবে। যুক্তিযুক্ত-র অর্থই হলো ব্যর্থ ভাবের ঊর্ধ্বে অব্যক্ত ভাব, অব্যক্ত ভাবনা থাকা। তাকেই বলা যায় রয়্যালটি।

এই সময়ের রয়্যালটি ভবিষ্যতের রয়্যাল ফ্যামিলিতে যাওয়ার অধিকারী বানায়। সুতরাং চেক করো তোমার বৃত্তি রয়্যাল কিনা। বৃত্তি রয়্যাল অর্থাৎ সদা শুভ ভাবনা, শুভ কামনার বৃত্তি দ্বারা প্রত্যেক আত্মার সাথে ব্যবহারে থাকা। রয়্যাল দৃষ্টি অর্থাৎ সদা ফরিস্তা রূপে অন্যদেরও ফরিস্তা রূপে দেখা। কৃতি অর্থাৎ সদা সুখ দিয়ে, সুখ নিয়ে কর্ম করা — এই শ্রেষ্ঠ কর্ম অনুসারে সম্পর্কে আসা। এমন রয়্যাল হয়েছ? নাকি হতে হবে? ব্রহ্মাবাবার কথাবার্তায়, ব্যবহারে, মুখ আর আচার-আচরণের রয়্যালটি তোমরা দেখেছ। এভাবে ফলো ব্রহ্মা বাবা। সাকারকে ফলো করা তো সহজ না! ব্রহ্মাকে ফলো করেছ তো শিব বাবাকে ফলো করা হয়েই যাবে। এককে তো ফলো করতে পারো তো না! বাবা সমান হওয়ার পয়েন্টস তো রোজ শোনো! শোনা অর্থাৎ ফলো করা। কপি করা তো সহজ, তাই না? নাকি কীভাবে কপি করতে হয় জানো না?

বাপদাদা আজ মৃদু মৃদু হাসছিলেন যে, যখন তোমার মধুবনে আসো তো তখন গুরুবারের দিনে কী করো? এক তো ভোগ লাগাও। আর কী করো যা শুধু মধুবনেই করা হয়? জীবনে থেকে মরণের ভোগ। সবাই তোমরা জীবনে থেকে মরণের ভোগ লাগিয়েছ? বাপদাদা মৃদু হাসি হাসছিলেন, 'বেঁচে থেকে মরে যাওয়া' মুখে ব'লে উদযাপন করা তো সহজ — গিয়ে স্টেজে বসে গেলে, তিলক লাগিয়ে নিলে, আর মরে গেলে! কিন্তু জীবনে থেকে মরণ অর্থাৎ পুরানো সংস্কার থেকে মরে যাওয়া। পুরানো সংস্কার, পুরানো সংসারের আকর্ষণ থেকে মরে যাওয়া, এটাই হলো বেঁচে থাকতে মরে যাওয়া। ভোগ লাগিয়ে দিলে, ভাণ্ডারীতে জমা করে দিলে আর জীবন থাকতে মরণ হয়ে গেল — এতো খুব সহজ! কিন্তু মরণ হয়েছে? বাপদাদা ভাবছিলেন যে, পুরানো সংসার আর পুরানো সংস্কার — এর থেকে সদাসর্বদার জন্য সঙ্কল্প এবং স্বপ্নেও মরণ উদযাপন করা, এইভাবে জীবনে থাকতে কে এবং কবে মরণ উদযাপন করবে? যদি স্টেজে বসানো হয় তাহলে সকলের সকলেই বসে যায়। স্টেজে বসা সেটা তো কমন (সাধারণ) ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধিকে বসানো, তাকে বলা হয়ে থাকে যথার্থরূপে জীবিত থেকে মৃত হওয়া উদযাপন করা। যখন তুমি মরেই গেছ, মরণ অর্থাৎ পরিবর্তন হওয়া। সুতরাং এভাবে জীবনে থাকতে মরণের জন্য তোমরা কত তৈরি হবে? নাকি সেন্টারে ফিরে গিয়ে বলবে যে, কী করবো, এমন হোক তো চাইনি কিন্তু হয়ে গেছে! এখানে তো জীবনে থেকে মরণ উদযাপন করে যাও, তারপরে যখন কোনো পরিস্থিতি সামনে আসে তখন বেঁচে ওঠো! এ' রকম ক'রো না।

স্মারকচিহ্নেও দেখানো হয় যে, রাবণের একটা মাথা কাটা পড়ে তো আরেকটা এসে যায়। এখানেও একটা বিষয় শেষ হয় তো আরেকটার উৎপত্তি হয়, তারপরে ভাবে — আমি তো রাবণকে ইতিপূর্বে মেরেই ফেলেছি, আবার এ' কোথা থেকে এসে গেছে? কিন্তু মূল ফাউন্ডেশনকে সমাপ্ত না করার কারণ এক রূপ পরিবর্তন করে অন্য রূপে এসে যায়। ফাউন্ডেশনকে যদি শেষ করে দাও তবে রূপ বদল করে মায়া আঘাত করবে না, সদাসর্বদার জন্য বিদায় নিয়ে যাবে। বুঝেছ, কী হতে হবে তোমাদের? রুহানী রয়্যালটির সাথে। সবসময় এটা চেক করো যে, তোমার প্রতিটা কর্ম রুহানী রয়্যাল পরিবারের অনুসারে হয় কিনা! যখন শতকরা ৯৯ ভাগ বোল, কর্ম আর সঙ্কল্প রয়্যালটির হবে তখন বুঝবে ভবিষ্যতেও রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসবে। এমন ভেবো না আমি তো এসেই যাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, সম্পন্ন হওনি তো এক পার্সেন্ট ফ্রি দেওয়া হলো, কিন্তু ৯৯% রয়্যালটির সংস্কার, বোল আর সঙ্কল্প ন্যাচারাল হওয়া উচিত। বারবার যুদ্ধ করার দরকার পড়বে না, ন্যাচারাল সংস্কার যেন হয়ে যায়। আচ্ছা!

চারিদিকের রুহানী রয়্যালটির রয়্যাল আত্মাদের, সদা পিওরিটির দ্বারা রয়্যালটি অনুভব করানো আত্মাদের, সদা ফরিস্তা স্বরূপের সংস্কারকে প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে আসা আত্মাদের, সদা ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে, সেই আত্মাদের, সদা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ

সংসারে ব্রাহ্মণ সংস্কার অনুভবকারী রূহানী রয়্যাল পরিবারকে বাপদাদার স্মরণ, স্নেহ আর নমস্কার।

"অব্যক্ত বাপদাদার সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎকার"

সেবাতে যদি বিজি থাকো তবে সহজে মায়াজিত হয়ে যাবে —

সদা নিজের শক্তিশালী বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তনকারী বিশ্ব-পরিবর্তক আত্মা তোমরা তো না। এই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ অক্যুপেশন কী? নিজের বৃত্তি দ্বারা, বাণী দ্বারা আর কর্ম দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তন করা। তো সবাই তোমরা এমন সেবা করো? নাকি তোমাদের টাইম থাকে না? বাণী-সেবার জন্য যদি তোমাদের সময় না থাকে তাহলে বৃত্তি দ্বারা, মন্সা সেবা দ্বারা পরিবর্তন করার সময় আছে তো না! সেবাধারী আত্মারা সেবা ব্যতীত থাকতে পারে না। ব্রাহ্মণ জন্ম হয়ই সেবার জন্য। তাছাড়া, সেবাতে যতটা বিজি থাকবে ততটাই সহজে মায়াজিত হবে। অতএব, সেবার ফলও প্রাপ্ত হয়ে যাবে আর সহজে মায়াজিতও হয়ে যাবে, ডবল লাভ হয়, তাই তো না। সামান্য অবকাশও যদি বুদ্ধি পায় তবে সেবার সাথে জুড়ে যাও। যতই হোক, পাঞ্জাব-হরিয়ানায় সেবা-ভাব বেশি। গুরুদ্বারে গিয়ে সেবা করে তো না। সেটা হলো স্থূল সেবা আর এটা হলো রূহানী সেবা। সেবা ব্যতীত সময় নষ্ট ক'রো না। নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী হও — হয় সঙ্কল্প দ্বারা করো, নতুবা বাণী দ্বারা, অথবা কর্ম দ্বারা। আত্মিক সম্পর্ক দ্বারাও সেবা করতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে, মন্সা সেবা না হয় কীভাবে করতে হবে জানো না, কিন্তু নিজের সম্পর্ক দ্বারা, নিজের আচার-আচরণ দ্বারাও সেবা করতে পারো। এটা সহজ তো না। সুতরাং চেক করো যে, তুমি সদা সেবাধারী নাকি কখনো-কখনোর সেবাধারী? যদি কখনো কখনো সেবাধারী হবে তাহলে রাজ্য-ভাগ্যও কখনো কখনো প্রাপ্ত হবে। এই সময়ের সেবা ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির আধার। কখনও কোনও এই বাহানা দিতে পারো না যে, সেবা করতে চেয়েছিলে, কিন্তু তোমাদের সময় নেই। কেউ কেউ বলে, শরীর চলছে না, পা চলছে না, কী করবো? কেউ বলে, কোমরের সমস্যা, কেউ বলে পা চলে না। কিন্তু বুদ্ধি তো চলে, তাই না! সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা সেবা করো। পালঙ্কে আরামে বসে সেবা করো। যদি তোমার কোমরে ব্যথা হয়, তখন শুয়ে পড়ো, কিন্তু সেবায় বিজি থাকো।

বিজি থাকাই সহজ পুরুষার্থ। পরিশ্রম করতে হবে না। বারবার মায়া আসবে আর দূর করবে তো পরিশ্রম হয়, যুদ্ধ হয়। যারা বিজি থাকে তারা যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। বিজি থাকবে তো মায়ার সাহস হবে না আসার। আর যত নিজেকে বিজি রাখবে ততই বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল পরিবর্তন হতে থাকবে। কোনো ব্রাহ্মণ আত্মা এটা ভাবতে পারে না যে, কী করা যাবে, বায়ুমন্ডল খুব খারাপ। খারাপ বলেই তো পরিবর্তন করো। খারাপ যদি নাই হবে তবে কী করবে? ভালোকে বদলাবে কি? সুতরাং বিশ্ব পরিবর্তকের কাজ হলো খারাপকে ভালো বানানো। তাই খারাপ তো হবেই, তোমরাই খারাপকে ভালো বানাও। বিশ্ব-পরিবর্তনের কাজ করেছ, তবেই তো আজ পর্যন্তও তোমাদের গায়ন হয়। শক্তির গায়নে লোকে তোমাদের কত মহিমা করে! সুতরাং নিজেদের মহিমা শুনে তোমরা কত খুশি হও, তাই না! আচ্ছা।

বরদানঃ- সেবার প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে এভারহেলদি, ওয়েল্দি আর হ্যাপি থেকে সদা পূর্ণ-সম্পন্ন (খুশহাল) ভব

যেমন, সাকার দুনিয়ায় বলা হয় যে, টাটকা ফল খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। হেলদি থাকার উপায় হিসেবে তারা ফলের কথা বলে আর তোমরা বাচ্চারা তো প্রতি সেকেন্ডে প্রত্যক্ষ ফল খাও, সেইজন্য তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের হালচাল কি? তখন

বলো — হাল খুশির হাল আর চাল ফরিস্তার, আমরা হেলদিও, ওয়েল্দিও, তাইতো হ্যাপি। ব্রাহ্মণ কখনো উদাস হতে পারে না।

স্লোগানঃ- পবিত্র আত্মাই স্বচ্ছতা আর সত্যতার দর্পণ।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত সব ভাই-বোনেরা "পরিবর্তন"-এর একই শুদ্ধ সঙ্কল্প নিয়ে বিশ্ব পরিবর্তনের মহান কার্যে সহযোগী হোন। অনুভব করুন, বাপদাদার মস্তক থেকে শক্তিশালী কিরণ নির্গত হয়ে আমার ভ্রুকুটিতে আসছে আর সেই কিরণ আমার দ্বারা আমার নিজের সংস্কার পরিবর্তন করে বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য করছে।Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid

2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;